

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

255557 - কেরবানী করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির ওয়ালমি বা বটো-ভাত পালনচ্ছে ব্যক্তির সাথে অংশীদার হওয়া এবং ওয়ালমি-অনুষ্ঠানের যতটুকু না-হলে নয়

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমার কিছু আত্মীয় আছেন যারা ঈদরে দিনগুলোতে বয়রে বটো-ভাত উপলক্ষে আরও একটি গরু জবাই করবেন। কেরবানীর সুন্নত পালনরে নয়তে আমরা কি এ পশুর মধ্যে তাদের সাথে অংশীদার হতে পারি? এর মাধ্যমে কি আমরা পরপূর্ণ সওয়াব পাব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

এক:

উপস্থিতি মহেমানদরে জন্ম যে কোন ধরণের খাবার উপস্থাপন করার মাধ্যমে বয়রে ওয়ালমি পালন হতে পারে; এমনকি সটো যদি যবরে তরৌ খাবার হয় তা দিয়েও।

“আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া” গ্রন্থে (৪৫/২৫০) এসছে-

হানাফি, মালকে, শাফয়ে ও হাম্বলি মাযহাবরে আলমেগণরে মতে, ওয়ালমি অনুষ্ঠানের সর্বনমিন কোন সীমা নেই। যে কোন খাবারের মাধ্যমেই সুন্নত আদায় হতে পারে। এমনকি সটো দুই মুদ্দ (চার মুদ্দে এক সা') যবরে তরৌ খাবারের মাধ্যমেও হতে পারে। যহেতে সুহি হাদসি এসছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জনকৈ স্ত্রীর ওয়ালমি অনুষ্ঠান করছিলেন দুই মুদ্দ যবরে তরৌ খাবার দিয়ে।

কাযী ইয়ায ওয়ালমি অনুষ্ঠান পালনরে সর্বনমিন কোন সীমা নেই মরমে ‘ইজমা’ উল্লেখ করেন। বরং যে কোন কিছু মাধ্যমেই সুন্নত পালতি হবে।

ইমাম শাফয়ে বলেন: সামরুথযবানরে জন্ম ওয়ালমির সর্বনমিন পরযায় হল ছাগল জবাই। আর সামরুথযবান না হলে তার

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

যতটুকু সামর্থ্য আছে তা দিয়ে। যহেতে বর্ণণা আছে যে, আব্দুর রহমান বনি আওফ (রাঃ) যখন বয়সে করছেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলছেন, “একটি ছাগল দিয়ে হলও ওয়ালমি কর”।

নাসাঈ বলেন: উদ্দেশ্য হচ্ছে- পরপূর্ণতার সর্বনামিন পর্যায়ে হচ্ছে- ছাগল জবাই করা বণ্ডিরঃ এর মধ্যে যে কথা আছে সে কথার ভিত্তিতে। আর যে কোন খাবার দিয়েই ওয়ালমি পালন করা হোক না কেন সেটা আদায় হয়ে যাবে। এ খাবার আকদ অনুষ্ঠানের সময় যে সব খাবার ও পানীয় সরবরাহ করা হয় সেগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করবে; যমেন চনি বা অন্য কিছু এমনকি ববাহকারী যদি সচ্ছল হন সেক্ষেত্রেও।

হাম্বলি মাযহাবের একদল আলমে স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, মুস্তাহাব হচ্ছে- ওয়ালমি অনুষ্ঠান একটি ছাগল জবাই এর চয়ে কম যেন না হয়।

আল-যারকাশি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী “একটি ছাগল দিয়ে হলও” এখানে “ছাগল” দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- নদিনেপক্ষ্যে। অর্থাৎ এমনকি সামান্য কিছু দিয়ে হলও যমেন একটি ছাগল।

আল-মুরাদি বলেন: এর থেকে বুঝা যায় যে, ছাগল ছাড়াও ওয়ালমি করা যতে পারে। হাদিস থেকে আরও বুঝা যায় যে, ছাগলের চয়ে বেশি কিছু দিয়ে ওয়ালমি করা উত্তম। কেননা তিনি ছাগলকে সামান্য জনিসি হিসেবে উল্লেখ করছেন।[সমাপ্ত]

দুই:

উটের এক সপ্তমাংশ কথিবা গরুর এক সপ্তমাংশ দিয়ে কেরবানী করা জায়যে। যমেনটি ইতিপূর্বে [45757](#) নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে।

তনি:

গরু কথিবা উটের মধ্যে অংশীদার হওয়া জায়যে। এমনকি কোন অংশীদারের উদ্দেশ্য যদি কেরবানী না হয় তবুও। যমেন কারো উদ্দেশ্য হল বয়সে ওয়ালমির জন্য কথিবা খাওয়ার জন্য কথিবা বক্রি করার জন্য গশেত পাওয়া।

ইমাম নববী (রহঃ) ‘আল-মাজমু’ গ্রন্থে (৮/৩৭২) বলেন:

কেরবানী দয়ার জন্য একটি উটে কথিবা একটি গরুতে সাতজন অংশীদার হওয়া জায়যে। হোক অংশীদারেরা সকলে একই বাড়ীর লোক কথিবা ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীর লোক। কথিবা তাদের কারো কারো উদ্দেশ্য হয় শুধু গশেত সেক্ষেত্রেও কেরবানীকারীর

## ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

পক্ষ থেকে কোরবানী আদায় হয়ে যাবে। হোক না স কোরবানীটা মানতের কোরবানী কথিবা নফল কোরবানী। এটাই আমাদের মাযহাব। এটা ইমাম আহমাদ ও জমহুর আলমেরে অভিমত।

ইবনে কুদামা (রহঃ) তাঁর ‘আল-মুগনি’ গ্রন্থে (১৩/৩৬৩) বলেন: “একটি উট সাতজনকে পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে। অনুরূপভাবে একটি গরুও। এটি অধিকাংশ আলমেরে অভিমত। এরপর তিনি এ অভিমতের সপক্ষে কিছু হাদিস উল্লেখ করেন। অতঃপর বলেন: “এটা যখন সাব্যস্ত হল তখন এতে কোন সমস্যা নেই যে, অংশীদারগণ সবাই একই বাড়ীর হোক কথিবা না হোক। অংশীদারগণ সকলেই ফরয কোরবানী আদায়কারী হোক কথিবা নফল কোরবানী আদায়কারী হোক। অংশীদারদের কড়ে কড়ে আল্লাহর নকৈট্যেরে উদ্দেশ্য কোরবান করুন কথিবা কড়ে কড়ে শুধু গোশতেরে জন্য পশু জবাই করুন। কেননা প্রত্যেকে ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার অংশই আদায় হবে। অন্যরে নয়িত তার কোন ক্ষতি করবে না।[সমাপ্ত]

এ আলোচনার ভিত্তিতে:

আপনি আপনার নকিটাত্মীয়দের সাথে অংশীদার হতে পারেন। আপনি এক সপ্তমাংশেরে অংশীদার হবেন এবং এর দ্বারা আপনি কোরবানীর নয়িত করবেন -এক সপ্তমাংশেরে চয়ে কম দিয়ে কোরবানী হবে না-। গরুর অবশিষ্টাংশ তারা যভাবে ইচ্ছা সভাবে ওয়ালমি কথিবা অন্য উদ্দেশ্য কাজে লাগাতে পারবে।

একটি বিষয় খয়োল রাখতে হবে সটো হল কোরবানীর গরুর বয়স কমপক্ষে: দুই বছর হতে হবে। এর চয়ে কম বয়সী হলে কোরবানী জায়যে হবে না। এমনকি স গরুর গোশত অনেকে হলও। আরও জানতে দেখুন: [41899](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।